মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়

অ্যাসাইনমেন্ট (যে কোনো একটি)

বিষয়:- ① আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করো,

② বাংলা ভাষা উদ্ভবের ইতিহাস বিবৃত করো

③

নির্দেশনায়:-

বিশ্বজিৎ সামন্ত
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সম্পাদনায়:-

চয়নিকা পাত্র
ক্লাস:- বি.এ. অনার্স
রোল:- 2৩
বিভাগ:- বাংলা

জমা দেওয়ার তারিখ:- 17/11/23

① বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা করো?

⇒ ভাষা মানুষের পরম সম্পদ। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার ব্যক্তিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক ভাবের আদানপ্রদান ঘটায়। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য ভাষা প্রচলিত। আপাতত দৃষ্টিতে এই সমস্ত ভাষাকে একটাই স্বতন্ত্র মনে হয় যে, তাদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু একটু গভীরভাবে অভিনিবেশ করলে বোঝা যায়, বর্তমানে প্রচলিত এই সমস্ত ভাষা কিছু প্রাচীন ভাষারই বিবর্তিত রূপ। প্রাচীন কতগুলি ভাষা থেকেই বর্তমানে প্রায় সমস্ত ভাষার উদ্ভব। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এরকমই কতগুলি প্রাচীন ভাষাবংশের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—

(i) ইন্দো-ইউরোপীয় (ii) সেমীয়-হামীয় (iii) বান্টু (iv) ফিন্নো-উগ্রীয় (v) তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু (vi) ককেশীয় (vii) দ্রাবিড় (viii) অস্ট্রিক (ix) ভোট-চীনীয় (x) উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয় (xi) এস্কিমো (xii) আমেরিকার আদিম ভাষাসমূহ।

এছাড়াও রয়েছে কিছু অপ্রধান ভাষাবংশ। এই প্রাচীন ভাষাবংশগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাষাবংশ হল ইন্দো-ইউরোপীয় বংশ। ভাষাতাত্ত্বিকেরা অনুমান করে থাকেন এই ভাষাবংশ অনুমানিক ২৫০০ (আড়াই হাজার) খ্রিস্টপূর্বা খ্রিস্ট পূ: ব. সমসাময়িক।

এদের আদিবাসভূমি ছিল মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ। উরাল পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম পাদদেশে অবস্থিত ছিল এদের আদি নিবাস, সেই অঞ্চল থেকে তারা ধীরে ধীরে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানগত ব্যবধান ও কালগত বিবর্তনে ইন্দোইউরোপীয় ভাষাবংশ মূলত দশটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়, এই শাখাগুলি হল —

(i) ইন্দো-ইরানীয়,
(ii) ~~বাল্টো-স্লাভিক~~
(ii) বাল্টো-স্লাভিক
(iii) আলবানীয়
(iv) আর্মেনীয়
(v) গ্রীক
(vi) ইতালিক
(vii) জার্মানিক বা টিউটোনিক
(viii) কেলতিক
(ix) তোখারীয়
(x) হিত্তীয়

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার যে শাখাটি ইরানে ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তাদের ব্যবহৃত ভাষা ইন্দো ইরানীয় নামে পরিচিত। এই ভাষা কালক্রমে তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়-

(i) ইরানীয় আর্য বা প্রাচীন ইরানীয়
(ii) দরদীয়
(iii) ভারতীয় আর্য.

ইন্দো ইরানীয় ভাষার তৃতীয় শাখাটি ভারতীয় আর্যভাষা নামে পরিচিত। আনুমানিক দেড় হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের কিছু আগে এই শাখাটি পশ্চিম এশিয়ার পথ ধরে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করে, ধীরে ধীরে এই আর্যজাতির বিভিন্ন শাখার মানুষ সমগ্র উত্তরমধ্য- পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই ভারতবর্ষে বাংলা হিন্দি, ওড়িয়া, গুজরাটি, মারাঠি, প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব।

যদিও এই ভাষাগুলির উদ্ভব একদিনে সম্পূর্ণ হয়নি। দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়েই এই সকল ভারতীয় ভাষার উদ্ভব, এ কারণে ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করতে পারি —

(1) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (Old Indo Aryan / OIA)
(2) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (Middle Indo Aryan / MIA)
(3) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (NEW Indo Aryan / NIA)

(1) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা :— ভারতবর্ষে আর্যদের অনুপ্রবেশ ঘটে আনুমানিক দেড়হাজার খ্রিস্টপূঃবঃ। সেই সময় তারা যে ভাষা ব্যবহার করত তা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা নামে পরিচিত। এই ভাষার বিস্তৃতিকাল আনু. দেড়হাজার (১৫০০) খ্রি. পূ. ব. – ৬০০ খ্রিস্ট পূ. ব.। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন মেলে ~~[illegible]~~ ঋগ্বেদ সংহিতা। এই ভাষার প্রধান প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ঋ, ৠ, ঌ, ৡ প্রভৃতি স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হত।

(খ) শ, ষ, স ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি অবিকৃত রূপে ব্যবহৃত হত ভাষায়।

(গ) প্রচুর পরিমাণে যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার ছিল (যেমন — ক্র, ম্ল, ক্ত ইত্যাদি) এবং প্রচুর সন্ধি নিয়মের ব্যবহার ও হত।

(ঘ) এই ভাষায় প্রতিটি ধাতুর অর্থ ছিল সুনির্দিষ্ট এবং লিঙ্গ, বচন, ও পুরুষ এর তিনটি করে রূপ ব্যবহৃত হত।

(ঙ) ক্রিয়ার কাল ও ক্রিয়ার ভাব ছিল পাঁচটি।

(২) মধ্যভারতীয় আর্যঃ— প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার পরবর্তী স্তর মধ্যভারতীয় আর্যভাষা, এই ভাষার বিস্তৃতিকাল আনু: ৬০০ খ্রিস্টপূ.র. – আনু: ৯০০ খ্রিস্টাব্দ, মধ্যভারতীয় আর্যভাষাকে তিনটি (৩) স্তরে ভাগ করা হয় —

প্রত্ন-প্রাকৃত স্তর – আনু: ৬০০ খ্রিস্ট পূ.র. – আনু: ২০০ খ্রি: (প্রাচ্য, প্রাচ্যমধ্যা, উত্তর-পশ্চিমা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমা) এই স্তরের চারটি রূপ

সাহিত্যিক প্রাকৃত স্তরঃ— আনু: ২০০ খ্রি: – ৬০০ খ্রি: (পূর্ববর্তী চারটি প্রত্নপ্রাকৃত থেকে মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী এই পাঁচটি সাহিত্যিক প্রাকৃত সৃষ্টি হয় এই স্তরে)

অপভ্রংশ - অবহট্ঠ স্তর:— আনু: ৬০০ খ্রি: – ৯০০ খ্রি: (পূর্ববর্তী পাঁচটি সাহিত্যিক প্রাকৃত থেকে পাঁচটি অপভ্রংশ-অবহট্ঠ ভাষার উদ্ভব হয় এই স্তরে।

— মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন মেলে [illegible], ধৌলি, জৌগড়, গীর্ণার প্রভৃতি অনুশাসনে, জৈন সাহিত্যে, সংস্কৃত নাটকের নারীর ও ভৃত্যদের সংলাপে হালের ~~[illegible]~~ গাহাসত্তসই, ধনপালের ভবিষ্যত্তকহা, স্বয়ম্ভুর পউমচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই ভাষার প্রধান প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ব্যবহৃত ঋ, ৯, ঐ প্রভৃতি স্বরধ্বনি এই স্তরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

(২) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ঋ ধ্বনিটি এখানে অ, ই, উ, এ প্রভৃতি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যেমন - মৃগ > মগ
গৃহ > গেহ

(৩) যুক্তব্যঞ্জনগুলি এই ভাষায় যুগ্ম ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত হয়েছে

(৪) সমস্ত প্রাকৃতে স ধ্বনির ব্যবহার রয়েছে, কেবল মাগধী প্রাকৃতে শ ধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়।

(৩) নব্যভারতীয় আর্যভাষা :— ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তর নব্যভারতীয় আর্যভাষা, এই স্তরের সূচনা আনুঃ ৯০০ খ্রিঃ থেকে, মধ্যভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তরে যে অপভ্রংশ-অবহট্ঠ ভাষাগুলি প্রচলিত ছিল তাদের থেকেই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি আধুনিক ভাষার প্রাথমিক রূপ. সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি মূল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা থেকে বহুবছরের বিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে আনুঃ ১০ (দশম) শতাব্দীতে মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ঠ ভাষা পূর্বী কে শাখা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব.

নিম্নে বাংলা ভাষার উদ্ভবের ক্রমটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল —

ইন্দোইউরোপীয়
↓
ইন্দোইরানীয় বা আর্যভাষা
↓
প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষা
(সংস্কৃত / বৈদিক)
↓
মধ্যভারতীয় আর্যভাষা
↓
প্রত্নপ্রাকৃত (প্রথম স্তর)
↓
সাহিত্যিক প্রাকৃত (দ্বিতীয় স্তর)
↓
অপভ্রংশ-অবহট্ঠ (তৃতীয় স্তর)
↓
মাগধী অপভ্রংশ- অবহট্ঠ

- পূর্বীশাখা
  - → বঙ্গ-অসমীয়া
    - বাংলা
    - অসমীয়া
  - → ওড়িয়া
- পশ্চিমশাখা
  - → মৈথি
  - → মগ
  - → ভোজ